ঝিনাইদহে আলোচনা সভা ও রচনা প্রতিযোগিতা

‘তারুণ্যের একতা গড়বে আগামীর শুদ্ধতা’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের ভুমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহের কাঞ্চনগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি।

কাঞ্চনগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দুদুকের সহকারী পরিচালক বজলুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) জেলা কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এন এম শাহজালাল, সহ-সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুন্ডু, সদস্য সুষেন্দু কুমার ভৌমিক, রুহুল আমিন, সাইদুর রহমান, তরিকুল ইসলাম রনি। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এর আগে স্কুল প্রাঙ্গণে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৮ টি বিদ্যালয়ের ৬৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

ঝিনাইদহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত

‘প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার

সকালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে যুব ভবনের হলরুমে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিলকিস আফরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সিভিল সার্জন ডা: কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া, পরিবার পরিকল্পনার উপ-পরিচালক ডা: মোজাম্মেল করিম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুর রউফ।

আলোচনা সভা শেষে ১৩ জন প্রশিক্ষিত যুবকদের মাঝে ২১ লাখ টাকার ঋণের চেক বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষিত ও সফল যুব উদ্যোক্তাদের ক্রেস্ট ও সনদ প্রদাণ করা হয়।

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় জড়িতদের ফাঁসির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যায় জড়িতদের ফাঁসির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (১১আগস্ট) সকালে ঝিনাইদহ শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম।

এতে একাত্বতা ঘোষনা করে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি, দোকান মালিক সমিতি, সামাজিক ঐক্য জোট ও মানবাধিকার সংগঠন আমাসুফ। কর্মসূচীতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলায় কর্মরত সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম’র সভাপতি আর টিভি’র

জেলা প্রতিনিধি শিপুল জামান, সাধারণ সম্পাদক একাত্তর টিভি’র জেলা প্রতিনিধি রাজিব হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের জেলা প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন, কোষাধ্যক্ষ সময় টিভি’র জেলা প্রতিনিধি সোহাগ আলী, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মানবজমিন পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম লিটন, ইনডিপেন্ডেন্ট টিভি’র জেলা প্রতিনিধি বিমল কুমার সাহা, এসএ টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, দেশরুপান্তর পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এম রবিউল ইসনলাম রবি, রিপোর্টার ইউনিটির সভাপতি এম এম কবির, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক শাহজাহান আলী, মানবাধিকার বাস্তবায়ন কমিটির মুখপাত্র আমিনুর রহমান টুকু, সাংস্কৃতি কর্মী শাহিনুর ইসলাম লিটন, কাউস গোরকীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার ওপর ভয়াবহ আঘাত। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ সাংবাদিকদের ওপর হামলার সাহস না পায়। একই সঙ্গে সারা দেশে কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তারা।

সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যাসহ সারাদেশে সাংবাদিক নিপীড়নের প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে ঝিনাইদহে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন ও মৌন মিছিল করেছে সাংবাদিকরা।

রোববার (১০আগস্ট) সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন।

মুখে কালো কাপড় বেঁধে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়।

সংগঠনের আহ্বায়ক সাংবাদিক এম আর রাসেলের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সদস্য সচিব সাংবাদিক শেখ ইমন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, ঝিনাইদহ রিপোর্টার্স ইউনিটের সভাপতি এম এ কবির, সাংবাদিক সম্রাট হোসেন, সুজন বিপ্লব, এম বুরহান উদ্দীন, এস এ এনাম,এস এম রবি, মর্নিং বেল চিলড্রেন একাডেমীর পরিচালক শাহিনুর রহমান লিটন, সামাজ কর্মী রেল আব্দুল্লাহ, জাহান লিমন প্রমুখ। অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কর্মসূচী থেকে সাংবাদিক হত্যার সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনার দাবী জানান। সেই সাথে সারাদেশে সাংবাদিকদের ওপর সব ধরনের হয়রানি, মিথ্যা মামলা ও নিপীড়ন বন্ধেরও আহ্বান জানানো হয়।

মানববন্ধন শেষে পোস্ট অফিস মোড় থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মডার্ন মোড়ে দিয়ে শেষ হয়।

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির মানববন্ধন

গাজীপুরের সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে শহরের পায়রা চত্ত্বরে ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির উদ্যোগে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সভাপতি মোঃ সাহিদুল এনাম পল্লবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায়

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবির, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি স্বপন মাহমুদ, দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিনিধি শাহানুর আলম প্রমূখ।

এছাড়া সাংবাদিক হত্যা এবং তাদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)’র ঝিনাইদহ জেলা সমন্বয়ক অ্যাড. আসাদুল ইসলাম আসাদ, সিনিয়র সাংবাদিক কামরুজ্জামান পিন্টু , সামাজিক আন্দোলনের নেতা রেল আব্দুল্লাহ।

উল্লেখ, চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক নিউজ করায় গত ৭ই আগস্ট রাত সাড়ে ৮টার দিকে নির্মমভাবে কুপিয়ে জবাই করে হত্যা করে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার আসাদুজ্জামান তুহিনকে এবং একই দিন বিকালে গাজীপুরের আরেক সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন কে কুপিয়ে জখম করা হয়। উক্ত ঘটনা সহ সারাদেশের সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে। কঠোর কোন শাস্তি এবং সাংবাদিক সুরক্ষার আইন না থাকায় এই ঘটনা গুলো বাড়ছে। বক্তারা হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। বক্তারা সাগর রুনি হত্যাকান্ডসহ সকল হত্যাকান্ড দ্রুত ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সবুজ মিয়া, কোষাধ্যক্ষ মিশুক হাসান, তথ্য প্রকাশিত সম্পাদক আবুল হাসান, নির্বাহী সদস্য বাবলু মিয়া , কালিগঞ্জ প্রেস ইউনিটি শাখার সভাপতি রাকিব হাসান ও আবুল কালাম আজাদ।

ঝিনাইদহে অংকুরের দ্বি-বার্ষিক কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের অংকুরের সাধারণ সভায় দ্বি-বার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আহসান হাবিব রনক কে সভাপতি এবং নাজিম উদ্দিন জুলিয়া কে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে প্রান্তিক পার্ক কনভেনশন হলে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন, অংকুরের দাতা সদস্য আমন্ত্রিত অতিথি জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড: এম এ মজিদ, এছাড়াও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সিও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক শামসুল আলম, ক্রীড়া সংগঠক জয়নাল আবেদিন, মসলেম আলী, হায়দার আলী, আহসান হাবিব রনক প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা শেষে এই সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট দুই বছর মেয়াদী অংকুর এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। এতে মো: আহসান হাবিব রনক কে সভাপতি ও মো: নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস কে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। কমিটির অন্যান্যরা হলেন- সহ-সভাপতি জয়নাল আবেদিন, রোকেয়া পারভীন মুন্নি, জিয়াউল ইসলাম খান, রামপ্রসাদ রায়, সালিমা খাতুন, লিপিকা নন্দী, অঞ্জলী রাণী রায়, ডা: শারমীন আহমেদ, খসরুজ্জামান বাবু, নাজমুল হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন, সুরভী ইসলাম, রেজাউল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক জামাল হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জেসমিন আক্তার পপি, লিজা ফেরদৌস, কোষাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ, নাট্য সম্পাদক মীর আব্দুল মান্নান, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক শাহরীয়ার পারভেজ সুমন, সহ- সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আল জিন্নাত ফেরদৌস, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আওলাদ হোসেন, সহ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক চাঁদ আলী খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক তরিকুল ইসলাম দিদার, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক তৌহিদা আক্তার রাত্রি, আল আমিন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সাজ্জাদ আহমেদ (পুনরায়), সমাজ কল্যাণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন, সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আফরোজা আক্তার আশা, প্রচার সম্পাদক অপূর্ব কুমার ঘোষ, সহ-প্রচার সম্পাদক লাবনী সুলতানা, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ওহিদুজ্জামান অনিক, সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মো: রাশেদ, দপ্তর সম্পাদক খানজাহান আলী, সহ-দপ্তর সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক হালিমা আবেদিন, সম্মানিত সদস্য ইন্জিনিয়ার সাব্বির আহমেদ পল্টু, শারমিন আক্তার রিমা, শাহীনা আক্তার পলি, মিলি বেগম, পরাগ বিশ্বাস সিজার, শ্রী বিপ্লব বিশ্বাস, তাহমিনা আক্তার মিনা, নজরুল ইসলাম, নীতি বিশ্বাস।

ঝিনাইদহে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ১৫

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর হরিপুর কবি ফজের আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হন জামায়াত সমর্থিত জহুরুল ইসলাম। এ নিয়ে স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে মতবিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার (০৭ আগস্ট) স্কুল কমিটির সভা চলাকালে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে জামায়াতের ৯ জন ও বিএনপির ৬ নেতাকর্মী সহ মোট ১৫ জন আহত হয়।

রক্তমাখা শরীর। তীব্র ব্যাথায় কাতরাচ্ছে সবাই। হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কারো মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে। কেউ ব্যান্ডেজ নিয়ে বসে আছে। এমন সময় একদল মানুষ এসে আহত মানুষগুলোর উপর হামলা চালালো। শুরু হলো ধস্তাধ্বস্তি ও আহত রোগীদের মারধর।

জরুরী বিভাগের মধ্যে এমন দৃশ্য দেখে হাসপাতালে আসা সেবা গ্রহীতা সবাই হতবাক। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে। সেসময় হামলায় আহত রোগীরা আরো আহত হয়ে পড়েন।

পুলিশ ও এলাকাবাসি সুত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর হরিপুর কবি ফজের আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হন জামায়াত সমর্থিত জহুরুল ইসলাম। এ নিয়ে স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে মতবিরোধ চলে আসছিলো।

বৃহস্পতিবার স্কুল কমিটির সভা চলাকালে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে জামায়াতের ৯ জন ও বিএনপির ৬ নেতাকর্মী আহত হন। বিএনপির আহতরা হলেন, কানুহরপুর গ্রামের ইমাদুর রহমান, একই গ্রামের মাসুম, গোলাম মোস্তফা, সুমন, রেহানা খাতুন ও মহারাজপুর গ্রামের রহমতুল্লাহ।

জামায়াতের আহতরা হলেন, জহুরুল ইসলাম, হুসাইন, মুজাব আলী, হাফিজুর রহমান, রুপচাঁদ আলী, ফয়জুল্লাহ, সলেমান মন্ডল, তোতা মিয়া ও সফর আলী। বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত আহতরা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

এদিকে দুপুর ১২টার দিকে সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে দুই দলের

আহত নেতাকর্মীরা আরেকদফায় মারামারিতে লিপ্ত হয়। এ সময় হাসপাতালে আসা সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে হাসপাতালে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। হামলার বিষয়ে বিএনপি ও জামায়াত পরস্পরকে দোষারোপ করছেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন সংঘর্ষের খবর নিশ্চিত করে জানান, চার মাস আগে স্কুলের কমিটি করা নিয়ে মারামারির সুত্রপাত হয়। একপক্ষ কমিটি মানতে নারাজ। তারাই বৃহস্পতিবার হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। ওসি আরো জানান, এখনও থানায় কোন পক্ষ মামলা করেনি। তবে দুই পক্ষ মামলা দিলে তা রেকর্ড করা হবে। এবং বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনআনুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে জনতার হাতে তিন ছাগল চোর আটক

ঝিনাইদহে চুরাই ছাগল বিক্রি করতে এসে জনতার হাতে ধরা পড়েছে তিন ছাগল চোর। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের শালিয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোর ৫টার দিকে ঝিনাইদহ বিদ্যুৎ অফিসের পেছনে অবস্থিত সাইফুল নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে দুটি বড় ছাগল চুরি করে রিকশাযোগে নিয়ে আসে দুই ব্যক্তি। তারা শালিয়া গ্রামের ঘরজামাই শেখ পান্নুর কাছে ছাগল দুটি বিক্রির উদ্দেশ্যে আনে। এসময় তাদের সন্দেহজনক চলাফেরা প্রথম নজরে পড়ে শালিয়া গ্রামের বাসিন্দা হাকিমের। তিনি তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তারা কারা, কোথা থেকে এসেছে এবং এতো সকালে কেন ঘোরাঘুরি করছে। একপর্যায়ে কথার ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয়রা জড়ো হয়ে গেলে অবশেষে দুই চোর স্বীকার করে নেয়, তারা ছাগল দুটি চুরি করে বিক্রি করতে এসেছে।

তাদের স্বীকারোক্তিতে উঠে আসে, এই প্রথম নয়, এর আগেও তারা একাধিকবার চুরি করা ছাগল বিক্রি করেছে শেখ পান্নুর কাছে। পরে

স্থানীয়রা শেখ পান্নুকেও ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনিও বিষয়টি স্বীকার করেন।

চুরি করা ছাগলসহ আটক হওয়া দুই ব্যক্তি হলেন, ঝিনাইদহ সদরের চুটলিয়া গ্রামের গোলাপ বিশ্বাসের ছেলে সবুজ এবং চরপাড়া বাড়িবাথান এলাকার সোহরাব জর্দ্দারের ছেলে ইয়াকুব জর্দ্দার।

এ ঘটনায় শালিয়া গ্রামে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জনতার সর্তকতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির কারণে চোরচক্রের সদস্যদের হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হয় এলাকাবাসী। পরে তাদেরকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে ঝিনাইদহে বিএনপি’র বিজয় র্যালি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিজয় র্যালি করেছে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি। কেন্দ্রীয় কর্মসুচির অংশ হিসেবে আজ বুধবার দুপুরে শহরের উজির আলী হাই স্কুল মাঠ থেকে বিজয় র্যালি শুরু হয়।

র্যালিটি শহরের গুরুত্বপুর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে চুয়াডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ড এলাকার স্বাধীন চত্বরে এসে শেষ হয়। র্যালির নেতৃত্ব দেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ। বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতা-কর্মীরা বিজয় র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতাকর্মীরা উজির আলী হাইস্কুল মাঠে জড়ো হতে থাকে। দুপুর নাগাদ মাঠটি লোকে লোকরণ্য হয়ে ওঠে। র্যালিতে নেতাকর্মীরা বাদ্যযন্ত্র, রং বেরঙ্গের প্লাকার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। তবে র্যালিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

র্যালি শেষে স্বাধীন চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতা আমিরুজ্জামান খান শিমুল, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, জেলা বিএনপি’র সাবেক আহ্বায়ক এ্যাড. এস এম মশিয়ূর রহমান, মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, আলমগীর হোসেন আলম, আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, কৃষকদল নেতা মীর ফজলে ইলাহী শিমুল, যুবদল নেতা আহসান হাবিব রণক, আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, ছাত্রদল নেতা সোমেনুজ্জামান সোমেন ও মুশফিকুর রহমান মানিক বক্তব্য রাখেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে পৃথিবীর অন্যতম স্বৈরশাসক হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আকাশে উদিত হয় নতুন সুর্য্য। দুই হাজার মানুষের আত্মদানে রচিত হয় ইতিহাসের মহাসোপান।

তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে নানা মত ও পথ থাকবে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আমরা সবাই এক।

ঝিনাইদহে সপ্তাহ ব্যাপী বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন

‘পরিকল্পিত বনায়ন করি, সবুজ বাংলাদেশ গড়ি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে ৭ দিন ব্যাপী বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে সোমবার (৪ আগস্ট) সকালে শহরের পায়রাচত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। সেসময় কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরা,সহকারী বন সংরক্ষক গিয়াস উদ্দিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক বনায়ন জোন ও জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শুরু হওয়া এ মেলা চলবে আগামী ১০ আগস্ট পর্যন্ত। এতে জেলার বিভিন্ন এলাকার সরকারি বেসরকারি ২৪ টি নার্সারী স্টল প্রদর্শণ করেছে। সুলভ মুল্যে বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিক্রয় করা হবে স্টলগুলোতে।